

দ্বিষভাবরে সাত্ত্বিকি পঞ্চ ম-কার

১] মদ্য

নরিকার নরিকজন পরব্রহ্ম, তাত য়ে তাত য়ে আনন্দ জ্ঞান সমাধি, তাহা মদ্য।

("যদুক্তং পরমং ব্রহ্ম নরিকারং নরিকজনং।

তস্মনি প্রমদন জ্ঞানং তং মদ্য পরিকীর্ততিম্।।"

বজিয় তন্ত্র)।

ব্রহ্মরন্ধ্র হতে য়ে সোমধারা ক্ষরতি হয়, তাহা পান করে য়ে সাধক আনন্দময় হন, তিনি মদ্যসাধক।

("সোমধারা ক্ষরদে যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননো।

পীত্বা আনন্দময় স্ত্বাং যঃ স এব মদ্য সাধক।।"

আগমসার)।...

২] মাংস

আমাত্যে সদসংকর্ম সমর্পণমাংস। যোগীগণে পশুশরীর উৎপন্ন 'মাংস' নয়।

("এবং মাং সনোতি হি যৎকর্ম তং মাংস পরিকীর্ততিম্।

ন চ কায় প্রতীকন্তু যোগিভির্মাংসম্ উচ্যতে।।"

কলৌস তন্ত্র)।

কাম ক্রোধাদিসমস্ত পশু জ্ঞান অসরি দ্বারা ছেদন করে জিনি অবশ্য মাংস

ভোজন করেন, তিনি মাংস সাধক। 'মা' শব্দে রসনা, রসনার প্রিয় বাক্যযারা সেই বাক্য ভোজন করেন অর্থাৎ নরিন্তর মটন থাকনে, তাঁরা মাংস সাধক।

("মা শব্দাদ্ রসনা জ্ঞেয়ো তদ্ অংশান রসনাপ্রিয়ো।

সদা যো ভক্ষয়ৎ দবৌ স এব মাংস সাধকঃ।।"

কুলার্ণব)।

৩] মৎস্য

সকল ভূতে আপনার [নজিরে] মত য়ে সুখ-দুঃখ-বোধ-রূপ সাত্ত্বিকি জ্ঞান, তাহাই মৎস্য বলে কথতি হয়।

("মৎস্যমানং সর্বভূতে সুখদুঃখম্ ইদম্ প্রিয়ো।

ইতি যৎ সাত্ত্বিকিং জ্ঞানং তং মৎস্য পরিকীর্ততিঃ।।"

বজিয় তন্ত্র)।

গঙ্গা যমুনার [ইড়া পঙ্গলার] মধ্যে দুটি মৎস্য [প্রাণ অপান] সর্বদা বচিরণ করছে।

সেই দুটীকে যিনি ভোজন করেন অর্থাৎ যার প্রাণ অপানরে ক্রিয়া নরুদ্ধ হয়েছে, তিনি মৎস্য সাধক।

("গঙ্গা যমুন্যোরমধ্যে মৎস্যটৌ দ্বৈ চরতঃ সদা।

তটৌ মৎস্যটৌ ভক্ষয়দে যস্তু স ভবৎ মৎস্য সাধকঃ।।"

কুলার্ণব)।

৪] মুদ্রা

সংসঙ্গে মুক্তি হয়, অসংসঙ্গে বন্ধন। অসংসঙ্গ মুদ্রণ [পরতিষাগ] মুদ্রা।

("সংসঙ্গনে ভবৎ মুক্তি, অসং সঙ্গেষু বন্ধনম্।

অসংসঙ্গম্ উদ্রণং যৎ তং মুদ্রা পরিকীর্ততি।।"

আগমসার)।

যার সহস্রার মহাপদম কর্ণকায় কবেল পারদরে সদৃশ কোটী সূর্যরে ন্যায় প্রভাব
সম্পন্ন কোটী চন্দ্ররে ন্যায় সুশীতল অতীব কমনীয় মহাকুণ্ডলনীয়ুক্ত
আত্মা জ্ঞানোদয় হলে বচিরণ করনে, তিনি মুদ্রা সাধক।

("সহস্রারে মহাপদমে কর্ণকামুদ্রাচরৎ।

আত্মা তত্রৈব দবেশে কবেলঃ পারদোপমঃ।।

সূর্যকোটী প্রতীকাশ শ্চন্দ্রকোটী সুশীতলঃ।

অতীব কমনীয়শ্চ মহাকুণ্ডলনীয়ুক্তঃ।

যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে।।

আগমসার)।...

৫] মঠুন

সহস্রার পদমকর্ণকার অন্তর্গত বিন্দু, অর্থাৎ শবিরে সহতি নাদরূপা
কুণ্ডলনীয়ুক্তরি যে মলিন, যোগীগণ তাকে মঠুন বলেন।(যোগিনী তন্ত্র)

পরাশক্তরি সহতি আত্মার সংযোগ — মঠুন।(কুলার্ণব)

("মঠুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টি স্থিতি অন্ত কারণম্।

মঠুনাং জায়তে সদ্ধির্ব্রহ্মজ্ঞানম্ সুদুর্লভং।।

কুলকুণ্ডলীনশিক্তির্দহেনাং দহেধারিণী।

তয়া শবিস্য সংযোগো মঠুনং পরকীর্ততিম্।।)

